তারিখ: 26. JUL. 2016
পৃষ্ঠা: 2 কলাম: 6

যুগান্তর

তথ্য চেয়ে পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষা বোর্ডের চিঠি

মুসতাক আহমদ

ঢাকার তিনটি পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজের কাছে ১০ দফা তথ্য চেয়েছে সরকার। সাত কার্যদিবসের মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কাছে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে হবে। সোমবার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও কমিটির সভাপতিকে এ সংক্রান্ত চিঠি দেয়া হয়। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় উপসচিব সালমা খাতুনের নেতৃত্বে পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। ১৫ দিনের মধ্যে কমিটিকে

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

তথ্য চেয়ে পিস স্কুল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর
রহমান সোমবার দুপুরে নিজ দফতরে আলাপকালে যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের
অনুমোদিত ৩টি স্কুল ও কলেজ আছে। তথ্য চেয়ে সেগুলোকেই আমরা আজ
(সোমবার) চিঠি দিচ্ছি।' তিনি বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠান আমাদের থেকে অনুমোদন
নেয়নি, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারি না। তবে এ ব্যাপারে
গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিতে পারে।'
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন নিয়ে পিসফুল কলেজ বনশ্রী, পিস স্কুল অ্যান্ড
কলেজ নতুনবাজার এবং পিস ইন্টারন্যাশনাল কলেজ লালমাটিয়া কার্যক্রম
পরিচালনা করছে। এ তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বোর্ড কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়েছে। এর বাইরে
খোদ রাজধানীতেই এ ধরনের আরও তিন স্কুল ও কলেজ আছে। অন্যান্য জেলায়
চালু আছে অন্তত ২২টি প্রতিষ্ঠান। এদের কোনো অনুমোদন নেই। আইনি কারণেই
অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন
বোর্ডের কর্মকর্তারা। তবে তারা এটাও বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি [illegible]
এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারবে।
বোর্ডের চিঠিতে চাওয়া তথ্যগুলো হচ্ছে— কমিটির সভাপতিসহ সব সদস্য এবং
প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও (প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ) অন্যান্য শিক্ষকের জীবনবৃত্তান্ত। এসব
শিক্ষক কোন প্রতিষ্ঠান থেকে পড়ালেখা সম্পন্ন করেছেন তার বিবরণীসহ পূর্ণাঙ্গ
তথ্যাবলি। প্রতিষ্ঠানটিতে কোন মাধ্যমে পড়ালেখা করানো হয় এবং কোন শ্রেণীতে
কী কী বই পড়ানো হয়। স্কুলের সময়সূচি। বিশেষ ক্লাস (মূলত কোচিং) নিলে তার
সময়সূচি। সিলেবাস ও কারিকুলামের বিষয়ে সব তথ্য ও প্রামাণ্য কাগজপত্র।
প্রতিষ্ঠানের জমির দলিলের ফটোকপি ও খাজনা পরিশোধের রসিদ। প্রতিষ্ঠাতাদের
(মালিক) জীবনবৃত্তান্তসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য। প্রতিষ্ঠানটি কোনো সংস্থা দ্বারা পরিচালিত
কিনা। হয়ে থাকলে যারা আছেন তাদের জীবনবৃত্তান্ত। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অর্থের
উৎস কী। প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবের ৩ বছরের বিবরণী। ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত
হলে বাড়িওয়ালার জীবনবৃত্তান্তসহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য। নিয়মিত জাতীয় সংগীত গাওয়া ও
পতাকা উত্তোলন করা হয় কিনা।
বোর্ডের স্কুল পরিদর্শক এটিএম মইনুল ইসলাম বাবু বলেন, 'স্কুলটি লালমাটিয়ায়
অবস্থিত। সেটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল হিসেবে সাময়িক অনুমতিপ্রাপ্ত। এর ওপর
একটি প্রতিবেদন আমরা ইতিমধ্যে জমা দিয়েছি। এছাড়া তথ্য চেয়ে আবার চিঠি
পাঠাচ্ছি।' এদিকে এসব স্কুলে কী পড়ানো হয়, তা অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি মাঠে
নামিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। কাল এ কমিটির রিপোর্ট দেয়ার
কথা।
গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকাসহ ১৫ জেলায় ২৭টি স্কুল আছে। এসবের প্রায়
সবই জামায়াত-শিবির নিয়ন্ত্রিত। জনগণের চোখে ধুলা দিতে কোথাও আওয়ামী
লীগ আবার কোথাও বিএনপির নেতাদের সামনে রাখা হয়েছে। এসব স্কুলের বেশির
ভাগের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন আছে। এ কারণে স্কুলগুলো নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আলাদা কাজ করছে। পাশাপাশি তারা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে
চিঠি দিয়েছে। এ নিয়ে আইনশৃংখলাবিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির সভা ও বিভাগীয়
কমিশনারদের সভায়ও আলোচনা হয়।